কেন্দ্রীয়মন্ত্রিসভা

ভাদোদরায় ভারতের প্রথম জাতীয় রেল এবং পরিবহন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন মন্ত্রীসভায়
ভাদোদরায় ভারতের প্রথম জাতীয় রেল এবং পরিবহন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

Posted On: 20 DEC 2017 9:05PM by PIB Kolkata

- **প্রযুক্তিগত ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে আধুনিকীকরণের পথে ভারতীয় রেল**
- **‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এবং ‘স্কিল ইন্ডিয়া’-তে অবদান রাখবে এবং বড় মাত্রায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে**
- **আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার: উচ্চ-গুণমান সম্পন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য**
- **সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এবং দক্ষ শ্রমিকের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পরিবহন ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে ভারত**

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বুধবার রেলওয়ে মন্ত্রকের রূপান্তরণের উদ্যোগে মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এবং সক্ষমতা নির্মাণে ভাদোদরায় জাতীয় রেল ও পরিবহন বিশ্ববিদ্যালয় (এন.আর.টি.ইউ.) স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে| **প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা অনুপ্রাণিত এই উদ্ভাবনামূলক ধারণাটি নব-ভারতের জন্য রেলওয়ে ও পরিবহন ক্ষেত্রের রূপান্তরের ক্ষেত্রে এক অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে|**

এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ইউ.জি.সি.’র (ইনস্টিটিউট ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটি) অধিনিয়ম, ২০১৬ অনুসারে দি নোভো পর্যায়ের অধীনে ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটি হিসেবে তৈরি হবে| এক্ষেত্রের সমস্ত অনুমোদন এপ্রিল ২০১৮-এর মধ্যে শেষ করার জন্য এবং প্রথম একাডেমিক প্রোগ্রাম জুলাই ২০১৮-এর মধ্যে সূচনা করার জন্য কাজ করছে সরকার|

প্রস্তাবিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কোম্পানি হবে রেল মন্ত্রকের প্রতিষ্ঠিত অলাভজনক কোম্পানি, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৮ নং ধারা হিসেবে তৈরি করা হবে| এই কোম্পানি বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে ও অধ্যক্ষ-প্রতীমকে নিয়োগ করবে| পেশাজীবী ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদটি ম্যানেজিং কোম্পানি থেকে স্বাধীন থাকবে এবং শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে স্বশাসিত থাকবে|

এই বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য এবং এর আধুনিকীকরণের জন্য ভাদোদরার ন্যাশনাল একাডেমি অফ ইন্ডিয়ান রেলওয়ের (এন.এ.আই.আর.) বর্তমান জমি ও পরিকাঠামোকে ব্যবহার করা হবে| সম্পূর্ণরূপে তা চালিত হওয়ার পর এখানে ৩০০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করবে বলে আশা করা যাচ্ছে| এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের ব্যয় সম্পূর্ণরূপে রেলওয়ে মন্ত্রকের কাছ থেকে আসবে|

এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণের পথে নিয়ে যাবে এবং পরিবহন ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বে প্রথম সারিতে উঠে আসবে এবং তা ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র প্রসার ঘটাবে| এর মধ্য দিয়ে দক্ষ কর্মশক্তির এক উৎস তৈরি হবে এবং ভারতীয় রেলে আরও ভালো সুরক্ষা, দ্রুত গতি ও পরিষেবা প্রদান করার জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য সহায়তা করবে| এটা প্রযুক্তি ও পদ্ধতিকে ব্যবহারের জন্য ‘স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া’ ও ‘স্কিল ইন্ডিয়া’-কে সহায়তা করবে এবং উদ্যোগকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি বড় আকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে| যার মধ্য দিয়ে রেল ও পরিবহন ক্ষেত্র রূপান্তরিত হবে এবং যাত্রী ও পণ্যের দ্রুত যাতায়াত সম্ভব হবে|

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার হবে| ভারতীয় রেলের সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ট সংযুক্তি সংশ্লিষ্টদের সঠিকভাবে রেলওয়ের সুবিধা পাওয়া সুনিশ্চিত করবে| সমস্ত সমস্যার সমাধানের এক জীবন্ত গবেষনাগার হিসেবে কাজ করবে বিশ্ববিদ্যালয়|

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে ভাদোদরায় রেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্পর্কে বলেছিলেন, “ভারত সরকার এক বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যার প্রভাব পরবর্তী শতাব্দিতে অনুভূত হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে ভাদোদরায় রেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা|”

(Release ID: 1513542) Visitor Counter : 5